দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

32

বিদ্যালয় উধাও!

ছাত্র নিখোঁজ হতে পারে, শিক্ষকের লাপাত্তা হওয়াও এমন কিছু অসম্ভব নয়, তবে আস্ত একটি বিদ্যালয়ের উধাও হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা বিস্ময়কর বলে মানতেই হবে। অবিশ্বাস্য বলেও ঠেকতে পারে। তবে যে যাই মনে করুন, ঘটনাটি সত্য। এই রাজধানী নগরীর সাত মসজিদ রোডের 'দি নিউ ইংলিশ স্কুল'টি হঠাৎ করেই উবে গেছে। একটি শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি পৌঁছার আগেই বিদ্যালয় উধাও হওয়ায় বিচলিত শিক্ষার্থী আর অভিভাবকেরা নাকি পুলিশের সাহায্য নিয়েও এর কোনো হদিস পাচ্ছেন না।

উপস্থাপনার হালকা সুর যতই রসিকতার মত শোনাক, বিষয়টি কিন্তু গুরুতর। গুরুত্বের সঙ্গেই একে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, এর মাঝ দিয়ে শিক্ষা নিয়ে প্রতারণা-প্রবণতার একটা স্পষ্ট ছবি বেরিয়ে এসেছে। শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মাত্রা ধরা পড়েছে। মুক্ত অর্থনীতির আদলে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার ঢালাও সুযোগ দিলে কোন পর্যায়ের বিবেকহীন আচরণ প্রশ্রয় পায়, তারও আভাস মিলেছে। আমরা মনে করি, এ বিষয়টি তলিয়ে দেখে এইসব তথাকথিত শিক্ষা-উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার সময় এসেছে। অন্যথায় আমাদের আরো বড় রকমের বিপত্তির মোকাবিলা করতে হবে।

বিদ্যালয় উধাও হওয়ার ইতিহাসটা মোটামুটি এই—ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে সাইনবোর্ড টানিয়ে বিত্তশালী ঘরের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করা হয়েছে। উঁচু হারের বিভিন্ন ফি ছাড়া ভর্তির সময়ই দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা করে এককালীন চাঁদা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া কমপিউটার কোর্স, স্পোকেন ইংলিশ প্রভৃতি কোর্সের মোটা চাঁদা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। অভিভাবকদের আন্দাজ, এককালীন চাঁদা খাতেই কুড়ি লাখের মত টাকা উঠেছে। এরপর চার মাস যেতে না যেতেই বিদ্যালয় দশ দিনের ছুটি দেয়া হয়। আর এরই অবকাশে নামফলক মুছে দিয়ে স্বত্বাধিকারী উপ-অধ্যক্ষা যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে কেটে পড়েছেন। ফলে বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা। টাকা তো গেছেই, এখন বছরও যায়!

রাজধানী নগরীর একটি অভিজাত এলাকায় এ ধরনের জঘন্য অপরাধ কেমন করে সংঘটিত হতে পারে, এ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সরকারী ব্যবস্থা শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে না পারলে অবশ্যই বেসরকারী উদ্যোগ আসবে। চিরদিন এ দেশে শিক্ষায় বেসরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত হয়ে আসছে এবং কার্যকর অবদানও রাখছে। কিন্তু উদ্যোগ বেসরকারী বলেই কি এমন লাগামছাড়া হবে, যাতে লাপাত্তা হতেও আটকাবে না? যতদূর জানি, প্রত্যন্ত গ্রামের একটি বিদ্যালয়কেও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনুমোদন নিতে হয়। রাজধানী নগরীতে বুঝি এসব অনুমোদনের দরকার করে না? নাকি কেটে পড়ার সুযোগ রাখার জন্যেই শিক্ষা-ব্যবসায় এমন অবাধ রাখা আছে?

বিষয়টি খতিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। শিক্ষার বিষয় বা পদ্ধতি ভিন্ন হলেও যাবতীয় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে কাজ করার অধিকার কারো থাকতে পারে না। বিশেষ করে, যার সঙ্গে জাতির ভবিষ্যৎ তথা শিক্ষার্থীদের জীবন সংশ্লিষ্ট রয়েছে।